শিশুদের স্বপ্ন, উড়তে দিন
সাহস ও উৎসাহের জোগান দিন

সকলের জন্য বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটি ফ্লিপবুক

বাল্যবিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়, যা শিশুদের মৌলিক অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করে - তা একজন নাবালক ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে। কারণ, বাল্যবিবাহ সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিকাশ, শিক্ষা ও **আচরণে কুপ্রভাব** ফেলে এবং তাদের শৈশব কেড়ে নেয়।

আমাদের রাজ্যেও বাল্যবিবাহের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। যে সকল রাজ্যে বাল্যবিবাহের ঘটনা সর্বাধিক, পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। **এনএফএইচএস-৫, ২০১৯-২০ অনুসারে, ২০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪১.৬% মহিলারা ১৮ আগেই বিবাহিত এবং সার্ভের সময় দেখা গেছে ১৫-১৯ বছরের মধ্যে ১৬.৪% মহিলা ইতিমধ্যেই মা বা গর্ভবতী।** বাল্যবিবাহ শিশু, ও তার পরিবার ও সমাজের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। বাল্যবিবাহের ফলে, নাবালক ছেলে ও মেয়ে উভয়েই - শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অবকাশ পায় না। বিশেষত নাবালিক মেয়েদের জীবনে এর প্রভাব ভয়ংকর ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, বিয়ের পর তারা সংসারের দায়িত্ব - কর্তব্যে বাঁধা পড়ে, তাড়াতাড়ি সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য হয় ও নানান সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়।

বাচ্চাদের, বিশেষ করে, মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে আমরা তাদের স্কুল ও শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিই, তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলি এবং তাদের ছোট বয়সে সংসার সামলানোর দায়ভার চাপিয়ে দিই। সমাজের সামগ্রিক বিকাশের উপরও এর কুপ্রভাব পড়ে। আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমরা আমাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাব। তাদের শিক্ষা সম্পুর্ণ করার ও সার্বিক সমৃদ্ধির দায়িত্ব নেব। নিজের জীবন সঠিকভাবে যাপন করার জন্য তাদের আমরা প্রস্তুত করব এবং তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিয়ে করার জন্য তৈরি হলে তবেই তাদের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবব।

এই ফ্লিপবুকটিকে, গল্পের বইয়ের মত ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে এই নিয়ে মা-বাবা, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। কিছু জরুরি বিষয়ে এই বইটিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে, যেমন বিয়ের আইন-সম্মত বয়স বাল্যবিবাহের কুপ্রভাব, এবং সমস্ত শিশুর শিক্ষা সুরক্ষা ও সুষ্ঠ জীবন যাপন করার গুরুত্ব।

ফ্লিপবুক ব্যবহার করার নির্দেশিকা

প্রিয় কর্মকর্তা,

এই বইটিকে আপনি সামাজের বিভিন্ন স্তরে, গঠনমূলক ও সরস আলোচনার মধ্যে, কথাগুলোকে আরও প্রভাবশালী করে তোলার জন্য সামিল করতে পারেন। এই বইটি বাল্যবিবাহ নিয়ে **আলোচনায়** অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবে, তাদের সন্দেহ দূর করতে পারবে, এবং তাদের জ্ঞানের পরিসরকে প্রসারিত করতে পারবে। অনায়াসে আপনি এই বইটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে, কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবেন।

এই বইটি ছোট সদস্যের দলে (৭-৮ জন) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এর একদিকে ছবি আঁকা, যা আপনি আালোচনায় অংশগ্রহনকারী সদস্যদের দেখাতে পারবেন, আর অন্যদিকে আছে মজার গল্প, যা আপনি পড়ে শোনাতে পারবেন।

এই বইটি ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেনঃ

- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দিন।
- যথা সম্ভব জ্ঞান প্রসারের চেষ্টা করুন।
- মূল বার্তাগুলিকে বার বার বলুন।
- দর্শক/শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার ও তাদের আলোচনায় সামিল করার চেষ্টা করুন।
- আালোচনার একটা সময়সীমা ঠিক করুন।
- দলের সদস্য সংখ্যা একবারে ৭-৮ জনের বেশী না হওয়া ভালো।
- ঘরের মধ্যে, বা যেখানেই এই আলোচনা আপনি উত্থাপন করছেন, খেয়াল রাখবেন - সকলে যেন বসার আসন পায়।

এই বইটি কিভাবে ব্যবহার করবেন?

- দলের সকলকে গোল করে বসতে বলুন, এবং নিজেও ওই গোলের মধ্যে, সবার সাথে বসুন।
- এই বইটি সরাসরি প্রয়োগ করার আগে সদস্যদের সাথে কথা বলুন, তাদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।
- ঠিক সময় বুঝে ব্যাগ থেকে এই বইটি বের করুন।
- বইটিকে হাতে এমনভাবে ধরুন, যাতে অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্য/সদস্যা অনায়াসে বইয়ের ছবিগুলি দেখতে পান।
- ছবি দেখানো ও গল্প পড়ে শোনানোর সময় আপনার হাত যেন ছবি আড়াল না করে, খেয়াল রাখুন।
- বইটি এমন ভাবে ধরবেন, যাতে ছবির দিকটি অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দিকে থাকে, এবং গল্পের দিকটি আপনার দিকে। যাতে মনে হয়, যেন আপনি নিজেই আসলে একটা গল্প বলছেন, ছবিগুলো কেবল তার সহায়ক। বই পাঠ করার মত করে পড়বেন না। যথা সম্ভব সহজ কথার ব্যবহার করুন, যেন আপনি প্রত্যেকের সাথে একটা কথোপকথন করছেন।
- এমন নয় যে ওই পাতাগুলো থেকে গল্প পড়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। কিন্তু, একই সঙ্গে আপনাকে সময়ের খেয়াল রাখতে হবে, আবার জরুরি কথাগুলোও বুঝিয়ে বলতে হবে।
- আপনাকে অর্থপূর্ণ প্রশ্ন করে সদস্যদের আলোচনায় যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, ''আপনারা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?'' বা ''এই ছবিতে কী ঘটতে দেখা যাচ্ছে?'' ইত্যাদি। প্রত্যেক পাতায়, 'আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু' ও 'মূল বার্তা'র উল্লেখ আছে, যা আলোচনা কে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
- গল্প শেষ হলে, 'মূল বার্তাটি' ফের একবার বলুন
- বইটি পড়া শেষ হলে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

অনিতা আর উত্তম খুব খুশী মনে স্কুল থেকে এসে, তাদের বাবা-মা, বাদল আর সুমিত্রা'র কাছে আসে। তাদের কথাবার্তা শুরু হয়...

সুমিত্রা ঃ কীরে, অনিতা? উত্তম? তোরা এত তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরে এলি?

অনিতা ঃ হ্যাঁ মা, আজকে আমার আর দাদার হাফি-ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে।

বাদল ঃ তাই নাকি? কই দেখা রেজাল্ট?

অনিতা ঃ বাবা, আমরা দু'জনেই পাশ করেছি!

বাদল ঃ বাহ্! এ তো দারুণ খবর!

সুমিত্রা ঃ ও বাবা! অনিতা তো তাহলে এবার ক্লাস নাইনে উঠবে! কিন্তু, ওকে কোথায় ভর্তি করানো যায়, বুঝতেই পারছি না!

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

- সুমিত্রা ও বাদলের, বাচ্চাদের পড়াশুনোর জন্য কী করা উচিত?
- আপনার বাড়িতে, পড়াশুনোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত কে নেয়?

মূল বার্তা

- ছেলে হোক বা মেয়ে, দু'জনেরই পড়াশুনোর সমান সুযোগ পাওয়া উচিত।
- সন্তানের আত্মপ্রকাশে ও বিকাশে মা-বাবা দুজনেরি অংশীদারি থাকা উচিত।

বাদল ঘরে বসে সুমিত্রার সাথে কথা বলছেন ...

সুমিত্রাঃ কী গো? তুমি সকাল থেকে এমন চুপচাপ বসে কেন?

বাদলঃ কিছুই না। ওই অনিতার স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়ে ভাবছিলাম।

সুমিত্রাঃ সেই তো! এই গ্রামে তো তেমন একটাও স্কুল নেই, যেখানে অনিতাকে ভর্তি করানো যায়। আর যেটা আছে, সেই কোন দূরে... !

বাদলঃ সেটাই তো চিন্তা সুমিত্রা! মেয়েকে এত দূরে পড়তে পাঠানো কি আদৌ ঠিক হবে?

সুমিত্রাঃ কী করব তাহলে! গ্রামের কত বাচ্চা এই কারণে পড়াশুনো সম্পূর্ণ করতে পারল না! একই তো চিন্তা, কে এইটুকু বাচ্চাদের অত দূরে পড়তে পাঠাবে?

বাদলঃ ঠিকই বলেছো! কিন্তু আমি কিছুতেই মেয়ের পড়াশুনো থামতে দিতে চাইনা। কারণ -

- পড়াশুনো করলেই তো বিচার বুদ্ধির বিকাশ হবে।
- নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।
- ঘর, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বুঝতে শিখবে।
- সমাজে একজন দায়িত্ববান, স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচবে, নিজের ভূমিকা পালন করবে।

সুমিত্রাঃ একদম ঠিক বলেছো! আমিও তাই চাই! চিন্তা করোনা, একটা পথ বেরবেই!

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

- বাচ্চাদের পড়াশুনোর পথের বাধা পেরিয়ে যাওয়ার জন্য সুমিত্রা ও বাদল যে আলোচনা করল, সে বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?
- রোজগার করা ছাড়া, পড়াশুনোর আর কী লাভ আছে?

মূল বার্তা

ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবার ও সমাজ উভয়েরই সমস্ত চেষ্টা করা উচিত।

অনিতা আর উত্তম স্কুল যাওয়ার সময় ...

উত্তম আর অনিতা একসঙ্গে বলেঃ বাবা! মা! আমরা আসছি!

সুমিত্রাঃ দাঁড়া! বাবাও তো যাবে সঙ্গে! আজকে তোদের স্কুলে স্পোর্টস না? বাবা দেখতে যাবে!

উত্তমঃ কী মজা! বাবা, তাড়াতাড়ি কর! দেরি হয়ে যাবে কিন্তু ...।

বাদলঃ কই গো, আমি এলাম! ওদের স্কুলে খেলা দেখে, ওখান থেকেই সোজা কাজে রওনা দেব।

সুমিত্রাঃ দুগ্গা দুগ্গা! হ্যাঁরে তোরা কিন্তু জেতার জন্য পুরো চেষ্টা করিস!

উত্তম আর অনিতা একসঙ্গে ঃ হ্যাঁ মা! একদম!

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

ছেলে মেয়েদের ছোট বয়সে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পড়াশুনো ছাড়া আর কী গুরুত্বপূর্ণ?

মূল বার্তা

ছেলে মেয়েদের বিকাশের জন্য শিক্ষার সঙ্গে আরও অন্যান্য বিষয়েও তাদের তৎপর করে তোলা জরুরী। যেমন, খেলাধূলো, হাতের কাজ, দল বেঁধে সবার সাথে গ্রামে, পাড়ায় কোনও কাজে যোগদান করা।

সুমিত্রা ঘরে বসে তার দাদা মহেন্দ্র'র সাথে কথা বলছে ...

সুমিত্রা ঃ একী! দাদা! আমাদের বাড়ী? রাস্তা ভুল করে চলে এলে নাকি!

মহেন্দ্র ঃ শোন সুমিত্রা, তোর সাথে জরুরি কথা আছে, তাই সোজা এখানেই চলে এলাম।

সুমিত্রা ঃ কী জরুরি কথা দাদা?

মহেন্দ্র ঃ আমি অনিতার জন্য একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ দেখেছি। এক ছেলে, একটা মেয়েও আছে, ছোট। খুব ভালো পরিবার। ছেলে রূপে, গুণে, স্বভাব চরিত্রে একদম আমাদের অনিতার যোগ্য পাত্র। তা ছাড়া উত্তমের সাথে ওদের ছোট মেয়ের সম্বন্ধ টাও জমে যাবে! একই পরিবারে দু'খানা সম্বন্ধ পাকা হলে, কত লাভ হবে বলতো!

সুমিত্রা ঃ অনিতার জন্য বিয়ের সম্বন্ধ! ও তো এখনও পড়ছে! আর তার চেয়েও বড় কথা, ওর তো এখনও বিয়ের বয়সই হয়নি।

মহেন্দ্র ঃ আরে, তুই কথাটা বোঝ! অনিতার পড়াশুনো তো চলতেই থাকবে! এই রকম একখানা ভালো সম্বন্ধ কি চাইলেই পাওয়া যাবে নাকি? আমি তো বলছি, বাদলের সাথে কথা বলে, একবার ছেলেটাকে দেখে আসা উচিত। আমার মেয়েগুলোর কি গেল বছর বিয়ে দিলাম না? আমাদের কি আর সেই আর্থিক সামর্থ্য ছিল, যে পরে বেশি টাকা পণ দিয়ে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে দেব!

মহেন্দ্র'র কথা শুনে, সুমিত্রা চিন্তিত হয়ে পড়ে...

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

অনিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সুমিত্রা ও বাদলের কোন জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত?

মূল বার্তা

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না, বরং তাদের শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিন।

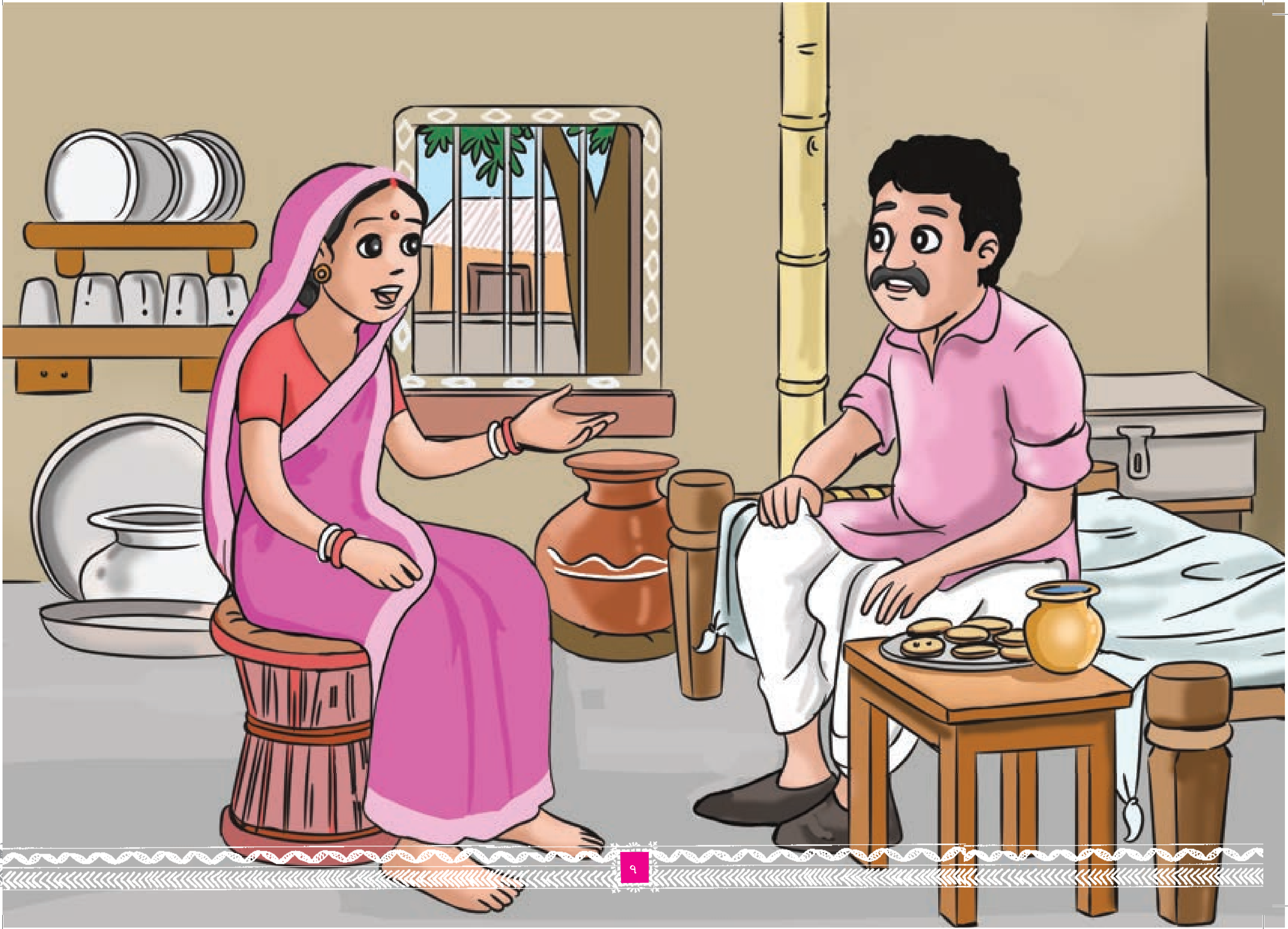

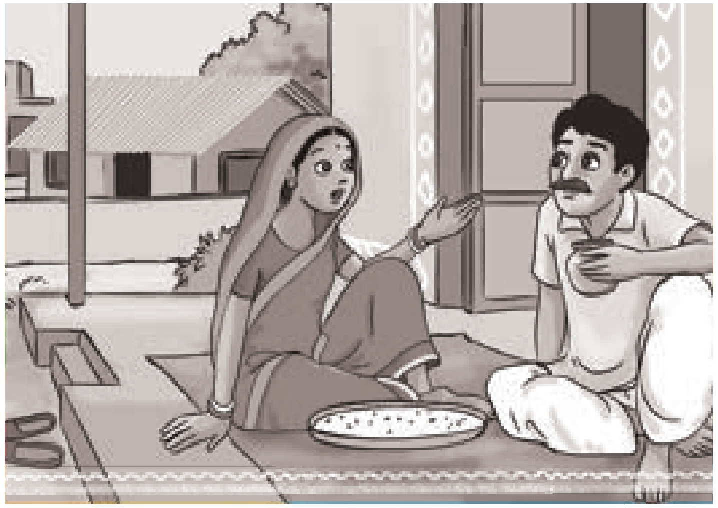

সুমিত্রা চিন্তিত হয়ে বাদলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে...

সুমিত্রাঃ মহেন্দ্র'দা এসেছিলেন। অনেকক্ষন অবধি তোমার অপেক্ষা করলেন। তারপর শেষে ভাসুর ঠাকুরের সাথে কথা বলে চলে গেলেন।

বাদলঃ তাই নাকি? তা কী বলছিলেন মহেন্দ্র'দা?

সুমিত্রাঃ অনিতার বিয়ের জন্য একটা সম্বন্ধের কথা বলছিলেন। বললেন ওরা অভিজাত পরিবার, আর ওখানে দুটো বাচ্চারই বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়।

বাদলঃ দাদা তো ঠিক কথাই বলছিলেন। আজ না হোক কাল মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে, সময় পেরিয়ে গেলে কাকে কাকে জবাব দেবে? আমার ও মাঝে মাঝেই মনে হয় অনিতা কে ঘরের কাজকর্ম সব শিখিয়ে, বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে। এরপর বেশি বয়স হয়ে গেলে তো আর আমরা বেশি পণ দিতে পারব না!

সুমিত্রাঃ পণের কথা তো তুমি ঠিকই বলেছো! কিন্তু বুঝতে পারি না এখনই অনিতার জীবনে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে কি না!

বাদলঃ আমি মানছি যে এখনই এই সমস্ত করা একটু তাড়াহুড়ো হবে বৈকি! আর এটাও জানি যে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত এখন অনিতার জীবনে নেওয়া মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু এটাও তো মানবে যে আমাদের তো ওজন বুঝে চলতে হবে! আমি এই ব্যাপারে অনন্ত'দার সাথে কথা বলছি।

সুমিত্রাঃ হুমমম ...!

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

সুমিত্রা ও বাদলের কেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত?

মূল বার্তা

অনেক সময় তাড়াহুড়োয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত জীবনে অনেক ভুল প্রভাব ফেলতে পারে।

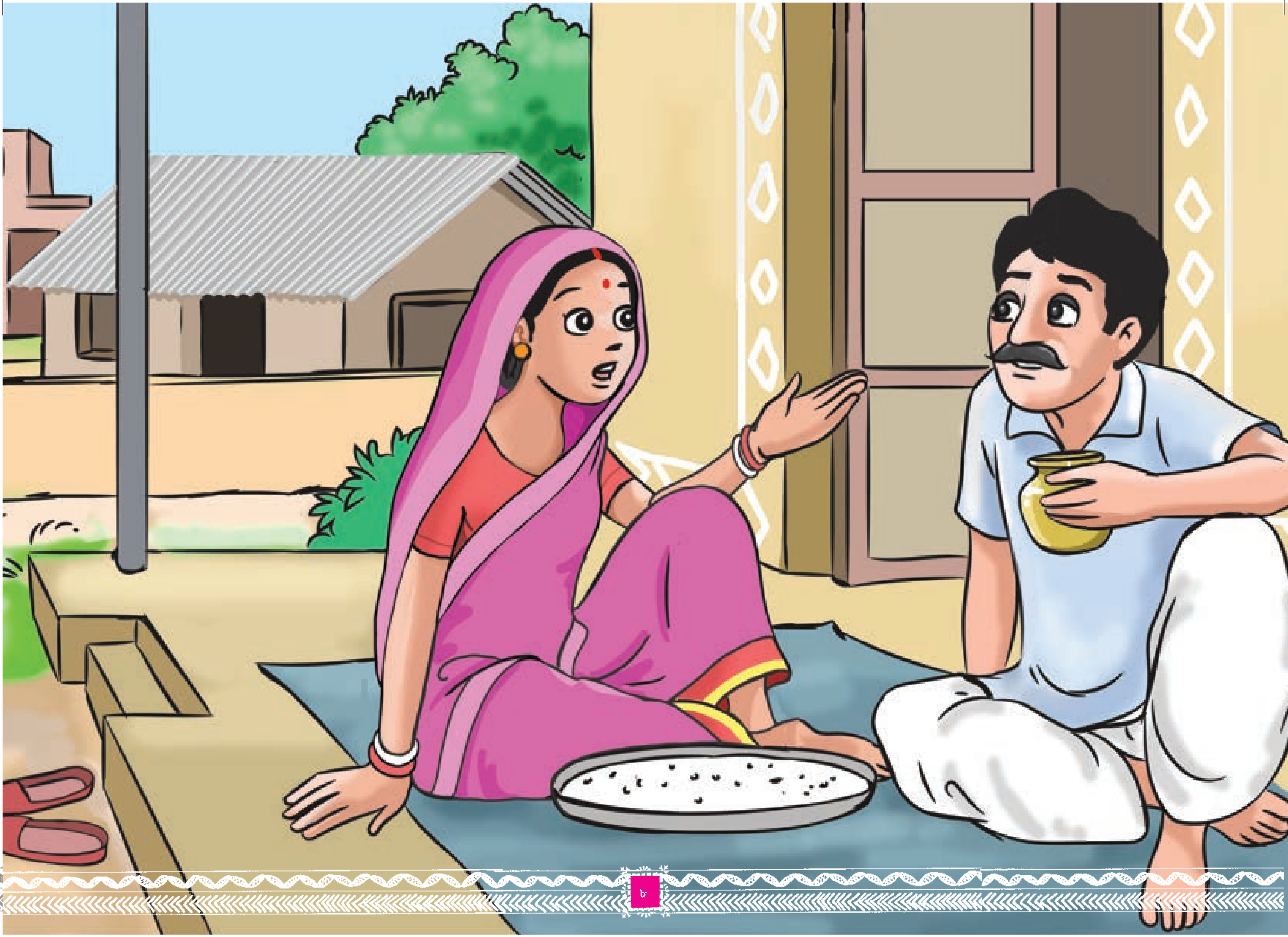

বাদল বড়দা'র বাড়িতে অনিতার বিয়ের সম্বন্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেখানে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানও উপস্থিত আছেন ...

বাদলঃ দাদা, অনিতার বিয়ে নিয়ে মহেন্দ্র'দা যে কথাগুলো বলেছেন, তা নিয়ে আমি একটু দ্বিধায় আছি।

অনন্তঃ আরে এতে আবার দ্বিধার কী আছে! এ তো খুবই ভালো খবর। তাছাড়া অনিতাকে আর কতদিন বাড়িতে বসিয়ে রাখবে? এখনতো গাঁয়ের লোকেরা ও বলছে যে অনিতার তাড়াতাড়ি ছাদনা তলায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। মেয়েরা তো পরের ঘরের লক্ষী। এখন দিনকাল যা খারাপ কখন যে কী থেকে কী হয়ে যায়... !

বাদলঃ কিন্তু দাদা যুগ তো বদলাচ্ছে, এখন তো মেয়েদের ও ছেলেদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এমনকি পড়ানোও হয়।

অনন্তঃ কিন্তু বাদল এমন সম্বন্ধ বারবার আসে না ! আর অনিতাকে আর পড়াশুনো করিয়ে আমাদের কী লাভ? ও কি আর রোজগার করে তোমায় খাওয়াবে? অথচ যদি ওর পড়াশোনার চক্করে বয়স পেরিয়ে যায় তখন উল্টে আমাদেরকেই বেশি পণ দিতে হবে। যদি অনিতা আর উত্তমের বিয়ে একবাড়িতেই হয় তাহলে তোমার পুরো পণ দেওয়ার ঝামেলাটাই মিটে যাবে।

পঞ্চায়েত প্রধানঃ অনন্ত তো ঠিক কথাই বলছে, তাছাড়া সম্বন্ধটা আমাদের জাতের, আমাদেরই গোত্রের। এই বিয়েটা তো আমাদের আগামী মাসেই দিয়ে দেওয়া উচিত। শুভ কাজে দেরি করে লাভ নেই।

বাদলঃ কিন্তু আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না এত কম বয়সে অনিতার বিয়ে দেওয়াটা আদৌ ঠিক হবে কিনা!

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

অনন্তের দেওয়া উপদেশ সম্পর্কে আপনার কী মতামত?

মূল বার্তা

পরিবার ও আশপাশের লোকের চাপে পড়ে আমাদের এমন কোনে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়, যা কিনা বাচ্চাদের আখেরে ক্ষতি করে।

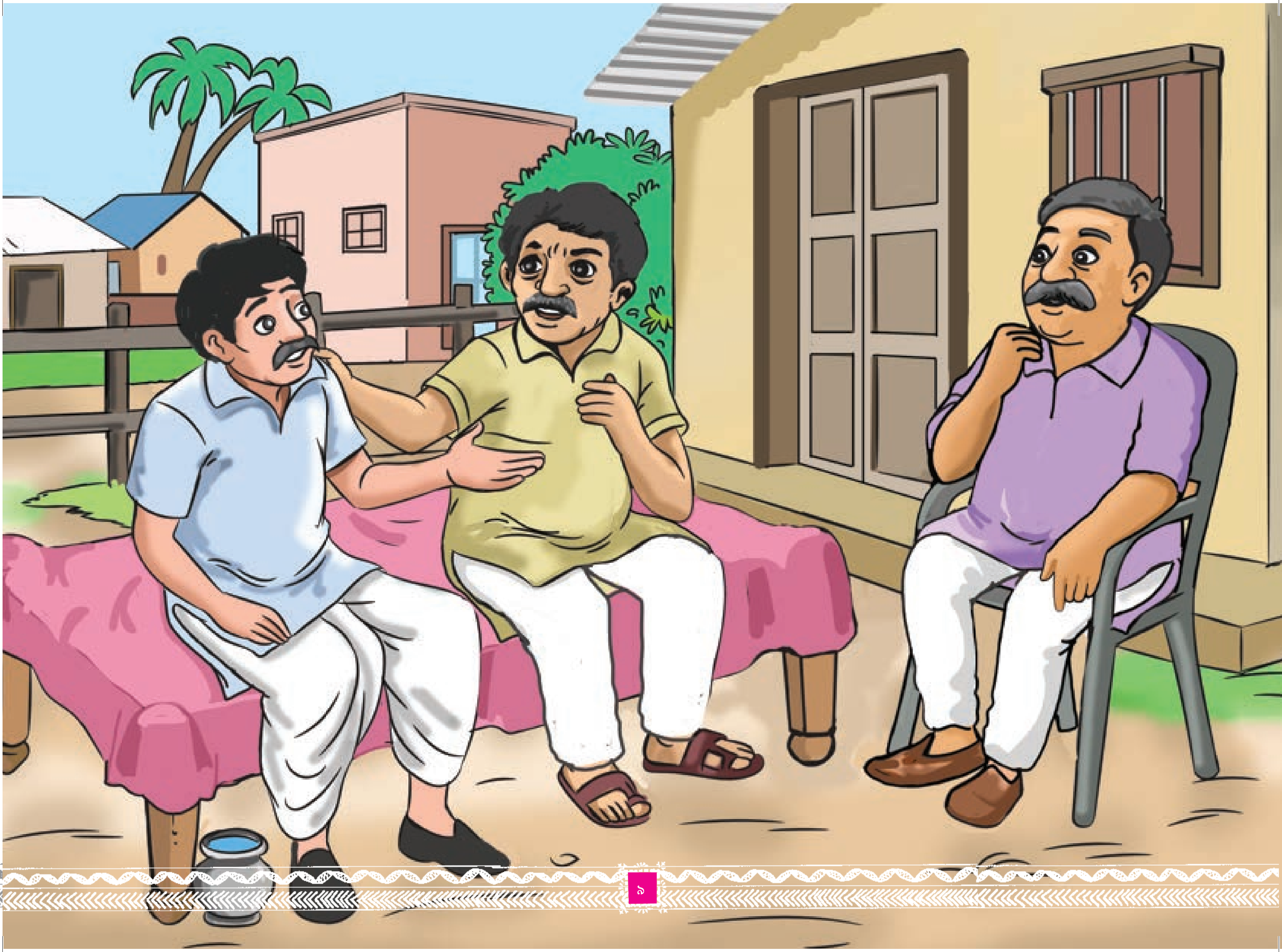

অনিতা ও উত্তম স্কুল থেকে ফিরে ঘরে আসছে যখন ...

উত্তমঃ বাবা আজকে আমাদের স্কুলে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় এসেছিলেন। তারা বাচ্চাদের খেলা সম্পর্কে অনেক কিছু বলছিলেন। আমার তো খুব ভালো লেগেছে।

অনিতা ঃ আমি তো ওদের থেকে অনেক কিছু জেনে নিলাম। বাবা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, আমি খেলা নিয়েই আমার ভবিষৎ গড়তে চাই। স্কুলের প্রত্যেকটা খেলার প্রতিযোগীতায় আমি জিতি। তাই আমি তো ঠিক করে নিয়েছি আমি বড় হয়ে খেলাধূলার টিচার হব।

বাদলঃ কী সমস্ত কথাবার্তা বলছো অনিতা? তোমার এই বয়সে খেলাধূলা তবুও মানায় কিন্তু বড় হয়ে তুমি খেলাধূলা করলে সমাজ কী বলবে? তোমাকে কে বিয়ে করতে চাইবে? এ নিয়ে কখনো ভেবেছ?

এই কথা শুনে অনিতা'র মুখ ছোট হয়ে এলো...।

উত্তমঃ কিন্তু বাবা, স্কুলে আসা খেলোয়াড়েদের মধ্যে কয়েকজন তো মহিলাও ছিলেন। এখন তো মেয়েরা সব বিষয়ে এগিয়ে আসছে তাহলে আমার দিদি কেন এগোবে না?

সুমিত্রা ঃ উত্তম তো ঠিক কথাই বলছে গো! তুমি খামোখা এতো রাগ করছো কেন? এই মাত্র স্কুল থেকে এলো খাওয়া-দাওয়া করুক, একটু জিরিয়ে নিক। চলো ততক্ষণে আমরা বাজারটা করে আসি।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

মেয়েদের খেলাধূলার জগতে ভবিষ্যৎ তৈরি করার বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন?

মূল বার্তা

ছেলে হোক বা মেয়ে - দুজনের জন্যই সব রকমের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার।

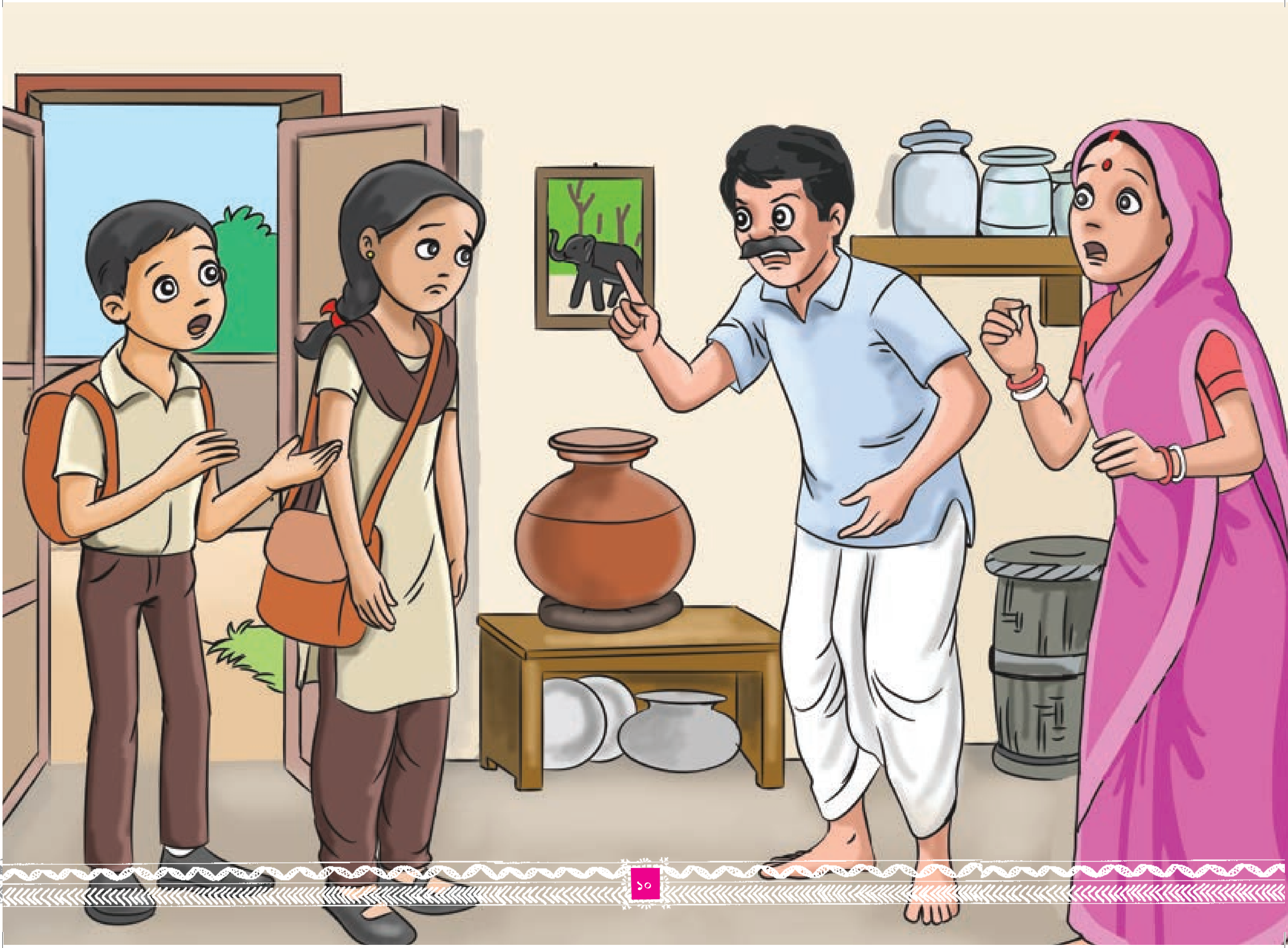

বাজারে বাদল আর সুমিত্রার, এ.এন.এম কর্মী দিদিমণি'র সঙ্গে দেখা হয়ে যায়...

বাদল ও সুমিত্রা
একসাথে বলে ঃ আরে দিদিমণি নমস্কার !

দিদিমণিঃ আরে বাদল আর সুমিত্রা যে! তোমরা কেমন আছো? অনিতা আর উত্তম কেমন আছে?

সুমিত্রাঃ দিদিমণি সব ভালো। ওরা দুজন বাড়িতেই আছে। আমাদের কিছু জিনিষ কেনার ছিল, তাই ভাবলাম যাই গিয়ে নিয়ে আসি।

দিদিমণি ঃ আমার স্বামী, মানে মাস্টারমশাই, অনিতার প্রশংসা করতে ক্লান্ত হন না কখনও।

সুমিত্রা ঃ কেমন প্রশংসা দিদিমণি?

দিদিমণিঃ আরে গতকালকেরই কথা। মাস্টারমশাই আর আমি অনিতা কে নিয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, অনিতা পড়াশুনোর সাথে খেলাধূলার বিষয়েও খুব এগিয়ে। অত খেলার প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পেয়েছে। এই রকম যদি চলতে থাকে ও কিন্তু খেলাধূলায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

বাদলঃ সেসব না হয় ঠিক আছে দিদিমণি, কিন্তু ...

দিদিমণিঃ কি ব্যাপার বাদল তুমি নিজের মেয়ের বিকাশে, এগিয়ে চলায় খুশি নও?

বাদলঃ খুশি তো নিশ্চয়ই দিদিমণি, কিন্তু অনিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু দ্বন্দ্বে পড়েছি যেগুলো নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

এ.এন.এম দিদিমণি কি বাদল ও সুমিত্রাকে সঠিক উপদেশ দিতে পারলেন?

মূল বার্তা

ছেলে হোক বা মেয়ে - দু'জনকেই তাদের নিজেদের রুচি অনুসারে তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

- কম বয়সে বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দিলে জীবনে কী কী কুপ্রভাব পরতে পারে?
- আপনার বাড়িতে কীভাবে কাজের ভাগাভাগি হয়?

মূল বার্তা

- মা-বাবার কখনোই সমাজের চাপে পড়ে বাচ্চাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেওয়া উচিত নয়।
- নারী ও পুরুষ দুজনেরই ঘর এবং বাইরের সমস্ত কাজ কে সমানভাবে ভাগ করে করা উচিত।
- কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দিলে ছেলে মেয়ে উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত কুপ্রভাব পড়ে।

এ.এন.এম দিদিমণি কি বাদলকে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন ...

বাদলঃ আসলে দিদিমণি, আমার আর সুমিত্রা'র দাদা দুজনেই অনিতার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করছেন। বলছেন আমাদের খুব তাড়াতাড়ি অনিতার বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু অনিতা এখন আরও পড়াশুনা করে, ভবিষ্যতে খেলাধুলোর টিচার হতে চায় আর আমরা দুজনে চাই যে ও আরো পড়ুক এবং ওর স্বপ্ন পুরণ হোক। এবার বুঝতে পারছি না একদিকে দাদার কথা শুনব না অন্যদিকে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করব?

দিদিমণিঃ এটা খুবই ভালো ব্যাপার, যে তোমরা দুজনেই অনিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। এবং সে ভবিষ্যৎ ও তার সুরক্ষা জন্য এই বয়সে ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথা কখনই ঠিক নয়। কারণ কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দিলে ওদের ইচ্ছে, স্বপ্ন, সব অপূর্ণ থাকে। বরং আমরা দেখতে পাই যে, যখন পড়াশুনা শেষ করে, সঠিক বয়সে বিয়ে দিলে ছেলে - মেয়ে দুজনই নিজের দায়িত্ব -কর্তব্য, ভুমিকা আরো ভালোভাবে পালন করতে পারে। আর তার সাথে নিজেদেরও স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। আমাদের অনিতা যদি খেলাধুলোর টিচার হয় তাহলে তাতে কী অন্যায় আছে? ছেলেরা যদি সব করতে পারে, মেয়েরা কেন করতে পারেনা? ছেলে মেয়ে দু'জনকেই সব সময় একই নজরে দেখা উচিত। আর শিক্ষার কথায় বলবো যে, শিক্ষা বাচ্চাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে, আর সেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মা বাবার দায়িত্ব।

বাচ্চারা পড়াশোনা করলে, তবেই তো নিজের স্বপ্ন সাজাতে পারবে, পৃথিবীতে নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে পারবে। আর যদি তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। এবার তুমিই বলো যে তুমি অনিতাকে পড়িয়ে, ওর স্বপ্ন সাজাতে চাইবে নাকি ওকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে ওর শৈশবকে শেষ করে দিতে চাইবে?

তুমি তো জানো যে আমাদের গ্রামে সুরঞ্জন কে আমি বুঝিয়েছিলাম যে মেয়ের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া ওর স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক নয়, কারণ কম বয়সে সঠিক পুষ্টির দরকার হয়। কিন্তু তাও সুরঞ্জন তার মেয়ের বিয়ে কম বয়সে দিয়ে দিল। যার ফলে ওর মেয়ে কম বয়সে গর্ভবতী হয়ে গেল। ওই কম বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে ও আরো দূর্বল হয়ে গেল আর প্রসবের সময় একটুর জন্য বেঁচে গেল!

বাদলঃ কিন্তু দিদিমণি, আমরা যদি এখন এত ভাল একটা সম্বন্ধ কেমন করে হাতছাড়া করি? পরে যদি এমন কোন সম্বন্ধ না আসে ...?

দিদিমণিঃ বাদল, এখন সময় বদলাচ্ছে, আর সময়ের সাথে মানুষের চিন্তা ধারাও বদলাচ্ছে। তোমার মনে আছে কিছুদিন আগে অব্দিও আমাকে নিয়ে গ্রামে কত রকম কথা হতো! আর আজকে দেখো আমাকে কত সম্মান করে গ্রামের সবাই ...

বাদল চিন্তায় পড়ে গেল

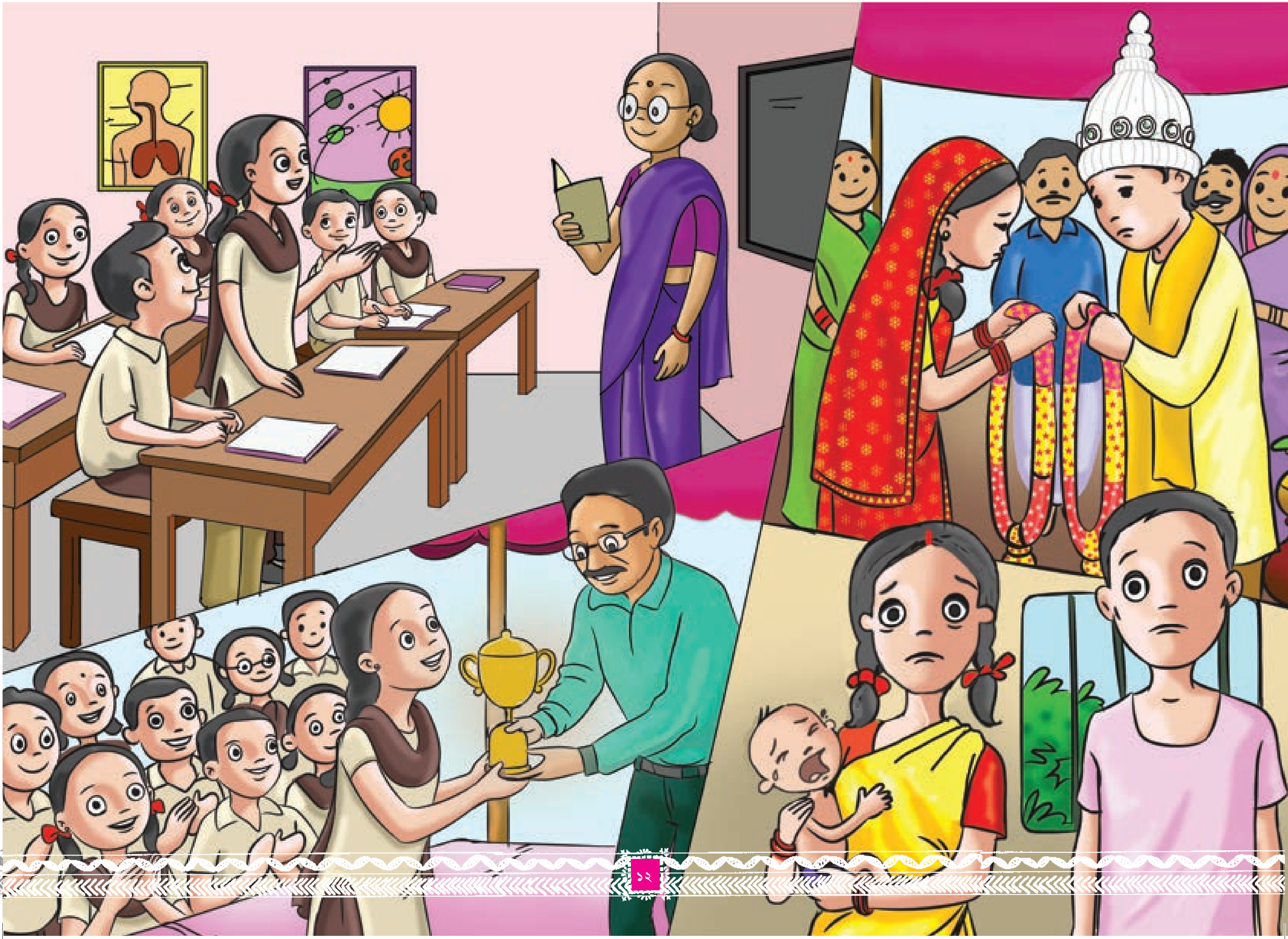

বাদলঃ হ্যাঁ আমার মনে আছে। গ্রামের সবাই বলত যে, সারাদিন এখানে ওখানে সারা গ্রামে এ.এন.এম দিদিমণি ঘুরতে থাকেন আর মাস্টারমশাই স্কুল থেকে ফিরে ঘরের কাজকর্ম করেন।

সুমিত্রাঃ হ্যাঁ আর আমাদের প্রতিবেশী রাধা কাকিমা বলতেন যে বাড়িতে কোন অতিথি এলে মাস্টারমশাই দিদিমণিকে রান্নায় সাহায্য করেন।

বাদলঃ কিন্তু তার কিছুদিন পরেই গ্রামের সবাই বলতে শুরু করল যে, এ.এন.এম দিদিমণি আমাদের গ্রামের জন্য কত কিছু করেন - যেমন বাড়ি এসে লোকজনকে সচেতন করা, তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় পরামর্শ দেওয়া। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময় আমাদের পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে থাকেন।

দিদিমণিঃ একেবারেই বাদল! তুমি তো দেখেছ যে মানুষ কেমন সব কিছুকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে, তারপর তার গুরুত্ব টের পেলে, নিজে থেকেই বিষয়গুলো বুঝতে পারে।

সুমিত্রাঃ দিদিমণি আপনি আমাদের চিন্তার বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন। আপনি একদম ঠিক বলেছেন। আমাদের উচিত বাচ্চাদের স্বপ্নের কথা ভাবা, কখনোই সমাজের চাপে পড়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা উচিত নয়।

বাদলঃ সুমিত্রা, দিদিমণি একদম ঠিক বলছে। এখন আমরা আমাদের অনিতার জীবনে এমন কোন পদক্ষেপ নেব না, যাতে ওর শিক্ষার পথে কোনও বাধা হয়। দিদিমণি আপনার এই পরামর্শের জন্য যে কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, আপনি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তাহলে আজ আসি দিদিমণি? ভালো থাকবেন।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার?

মূল বার্তা

বাচ্চাদের পড়াশুনা থেকে শুরু করে সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা আর সাহায্য করা দরকার।

The material has been adapted from UNICEF resources.

unicef | for every child